নাস্তিকের ঘরে আস্তিকের আস্তানা
নাজমা মোস্তফা

বেশ কিছু জনতা যাদের নাস্তিক বলা হয় তারা চোখের সামনে সব কিছু ঝকঝকে না দেখলে আড়ালের জিনিস বিশ্বাস করতে নারাজ। তারা মনে করে সব ফালতু যা তারা দেখছে না বিশ্বাসের ভরসায় তারা বসে নেই। ভালো কথা, তার মানে বিজ্ঞানের আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তারা কিছুই বিশ্বাস করতো না নিশ্চয়। সৌভাগ্য যে বিজ্ঞান অনেক কিছুই তুলে ধরেছে নয়তো তারা কিছুই মানতো না, যা দেখছে না তার সবকিছুই তারা অবলীলায় অস্বীকার করে যেত। অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীকে দেখা যায় স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বীকৃতিতে তাদের মাথা হেট হয়ে আসে। তখন তারা এসব বিজ্ঞানীদের নিয়েও হাসাহাসি করে তারা মনে করে এ সব ভুল কাজ এরা করছে। দেখা যায় অনেকে হয়তো বিজ্ঞানের 'ব' তেও নেই কিন্তু দিব্যি বিজ্ঞান নিয়ে হাসাহাসি করছে। এর যুক্তি যে কি ? তা হয়তো সঠিক যুক্তি দিয়ে কেউ প্রমাণ করতে পারবেন না। একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি নিশ্চয় তার বিবেককে কোন না কোন কারণে অবশ্যই তার যুক্তি দিয়ে সে খুঁজে পেয়েছে, তুমি বাবা তা পাও নি বলে ওটা কি কোন হাসার বস্তু হলো। এটা অবশ্যই এক ধরণের অহমিকার প্রকাশ। মনে করানো যে আমিই বুদ্ধিতে বিদ্যাতে জগতের সর্ব জ্ঞানের আধার। কিন্তু অনেক বড় বিজ্ঞানীও নিশ্চয় এ কথাটি বলতে পারবেন না যে, তিনি যা বলছেন তার সবকথাই পরিপুর্ণ সঠিক আর কারো কোন যুক্তি সঠিক নয়।

যে সব নাস্তিক বা দাম্ভিক জীবনের প্রথমে দেখা যায় গায়ের জোরে অনেক কিছুই অস্বীকার করলেও শেষ বয়সে অনেক নাদেখা জিনিস আবার দেখতে শুরু করেন। তা কি তাদের দেখার ভুল না বয়স বাড়ার সাথে সাথে ভয় তাদের উপর ভর করে। আসলে বয়সের সাথে সাথে তাদেরও পরিপক্কতা আসে নিশ্চয়। যখন বয়স কম থাকে তার গ্রহণ ক্ষমতা কাঁচা থাকে বলে হয়তো চোখের সামনেরটাই শুধু দেখে অন্তদৃষ্টি তার খোলে না বলেই সে কম দেখে। তবে দুর্ভাগ্য তাদের যারা সারা জীবনই অন্ধ থাকে। যাদের কোন কালেই অর্ন্তদৃষ্টি খোলে না।

কারিগরকে দেখছে না বলে তারা বিশ্বাস করছে না। তো এ রকম কারিগরের একটি জিনিস তারা বানিয়ে দেখাক এবং তা মাছিই মন্দ কি? বড় জীব তৈরীর দরকার নেই। এরকম একটি কথা আল্লাহ কুরআনে বলেও রেখেছে এসব বিভ্রান্তদের জন্য। "ওহে মানবজাতি! একটি উপমা ছোঁড়া হচ্ছে, কাজেই তা শোনো। নিঃসন্দেহ আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো তারা কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না যদিও সেজন্য তারা সবাই একত্রিত হয়। আর যদি মাছিটি তাদের কাছ থেকে কিছু নিযে যায়, তারা ওর কাছ থেকে সেটি ফিরিয়ে আনতে পারবে না। দুর্বল সেই অন্বেষণকারী আর অন্বেষিত"। (সুরা হজ্বএর ৭৪ আয়াত)

লোকে একটি সহজ কথা বলে সচরাচর, কথাটি হলো "যে বুঝে না তার সাথে কোন বাগাড়ম্বর না করে প্রয়োজন হলে তাকে চার আনা দিয়ে বিদেয় করো"। নাস্তিক যে তার কাছে পৃথিবীটা যে কি পারিমাণ হতাশায় ভরা তা চিন্তা করলে যে কোন আস্তিকেরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। কারণ তার সামনে কোন শৃংখলা নেই, কোন নিয়ম নেই, কোন বন্ধন নেই। তারা কখনো কখনো কোন প্রথাও স্বীকার করে না। মা-বাবা-পরিবার-বউ-বাচ্চা সবই তাদের কাছে হাস্যকর জিনিস। কিসের মা আর কিসের বোন, এরা যে সমাজে উঠ বস করছে সেই যথেষ্ট। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তার ঐ ঘোলাটে দৃষ্টির সামনে কেউই নিরাপদ নন। সে সবাইকে ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখছে। নাস্তিকতা তার ধর্ম, যতই সে মানবতার কথা বলুক না কেন সে কি জীবনে তা দেখাতে পারবে? একি সম্ভব? মানুষের

ধর্মই মানবতা। এবং এটিই যে তার প্রধান শত্রু। সে ত্রাস, সে হতাশা, সে ধ্বংস, সে অন্ধ, সে বোবা, সে একটা জিরো। যদিও সে ভাবছে সে-ই শ্রেষ্ঠ হিরো।

ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সেই ভগবানের সন্তান যিনি বেশ কটি বছর পুর্বে ইসলাম উদ্দিন নাম নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের কাছে তিনিও নিশ্চয়ই বোকা। এত প্রসাদ, প্রাসাদ ফেলে যে বোকা ফকির হতে রাজী হয় তাহলে এমন ধারা স্বার্থহীন বোকা অন্তত নাস্তিকেরা না। তারা জীবনটা চেটেপুটে খাবে বলে কতই না কসরত করছে, সব প্রথা ভাঙ্গার খেলায় মেতে উঠেছে। অন্তত এরকম বোকা হতে পারছে না, মোটেও। শোনা যায় এসব নাস্তিকদের ঘরেও কোরবানী হতো এই যুক্তিতে যে, ভালোই তো মাংসটা খাওয়া যাবে। আর প্রচন্ড সমস্যা এক জায়গায়ই, মেয়েছেলেগুলো অন্তত ধর্মটা ধরে বাঁচতে চাইতো। তাই দেখা যায় বেশীরভাগ নাস্তিকের ঘরে কিন্তু আস্তিকের অস্তিত্বও থাকে। এর উৎকৃষ্ঠ উদাহরণ ফেরাউন।

এতো বড় প্রতাপশালী যে ফেরাউন দেখা যায় তার নীতি সে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে ছড়িয়ে দিবে কি নিজের ঘরেই তা ছড়াতে পারে না, সে ব্যর্থ হয় তার আরো কারণও বর্তমান। তার সব কার্যকারণ অবলোকন করছে তার গৃহের সদস্যরা যারা তার প্রতিটি আকাম কুকামকে নখদর্পণে বিচার করছেন এবং ঘৃণায় তার নীতি কখনোই গ্রহণ করতে পারে না। প্রতিটি নাস্তিকের ঘরে ঘরে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখুন একই রিজাল্ট পাবার সম্ভাবনাই অতিরিক্ত। যেখানে আরবের বিশ্বাসী আল-আমিন কিন্তু সর্বাগ্রে তার পরিজন কর্তৃক স্বীকৃত হন। কি অনুপম নিদর্শণ, সত্য আর মিথ্যার ফয়সালা তার গৃহ থেকেই শুরু হয়েছে। এরা তাই শুরু থেকেই তার মাধুর্যতায় মাথা পেতে দেন কিন্তু অপর পক্ষে দেখা যায় তাদের পরিজনরা জীবন গেলেও তারা তাদের সত্য থেকে বিচ্যুত হন না। তারা মনে করেন ঐ দুষ্টের লিষ্টে নাম লিখে নিজের অমঙ্গল ডেকে আনতে চাই না। তাই মা-ই হোক, বোনই হোক আর স্ত্রী-ই হোক এরা ভীষণ রুদ্রমুর্তি ধারণ করে রাখে এদের উপর, নিজের ঘর থেকেই এদের ব্যর্থতা শুরু হয়।

শুধু যে ছেলেটা নামাজ রোজার বালাই বোঝে না বলে বাবার সাথে একটু আনন্দে ঘুরে বেড়ায়, মায়ের ধমক খেয়ে জুম্মার নামাজের সাজ করে বেরুলেও। এটি বাংলাদেশের নাস্তিকদের বাস্তব জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু কার্যত দেখা যায় বয়সকালে সেই ছেলেও হয়তো তেড়ে আসবে বাবার বিরুদ্ধে তার এই অপরিনামদশীতার জন্য। যেখানে দেখা যায় অনেক যুবকই শেষ বয়সে স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে সেরকম যে তার ছেলের হবে না তা সেই নাস্তিক ব্যক্তিও হলফ করে বলতে পারেন না। সবাই কুরবানীর মাংস দল বেধেই খান---বলেন, "মাংস খাচ্ছি, মন্দকি"? মেয়েরা তাদের নামেই কুরবানী দেয়। এই-ই তো নাস্তিকদের ঘরের আস্তিকতার খবর। তাদের স্বরচিত নাস্তিকতা শুধু মাত্র তার ক্ষুদ্র একটি দেহের পরিমন্ডলেই বাধা থাকে। হয়তো খুঁজে পেতে নেয় কিছু বন্ধুদেরে যারা একটু তাল দিয়ে যায় এই ইন্ধনে। এই তাদের বিশাল বিশ্বের মাঝে নিজের অস্তিত্বটুকুন যেন কচুপাতার শিশিরকণা। অবশেষে ফেরাউনও মুসার স্রষ্টাকে মানতে বাধ্য হয় কিন্তু শেষ মুহুর্তে এই সুবিধাবাদী তত্ত্বও তার সঠিক মুক্তি দিতে পারে না।

ভিন্ন মতে আমি প্রথমে ঢুকে পড়ি বিতন্ডার সুত্রে নয়, একজন কুদ্দুস খানের যুদ্ধ বিষয়ক একটি সুত্র ধরে। সেখানে আমার আর্টিক্যালটির নাম ছিল "শ্রেষ্ঠ গ্রন্থই মুসলিম চিন্তাধারার প্রধান উৎস"। আরেকভাই আমার লেখাটি ওখানে পাঠিয়ে দেন যার সুবাদে এখানে ঢোকা। ঢোকে দেখি এক বিতিকিচ্ছিরি কান্ড সব অপকর্মের আখড়া যত। বেশ কটি বছর আগেই যে সব কথার জবাব দিয়েছি তার বেশীরভাগই দেখি আবার নতুন করে ভিন্নমতে। তারা বাহবা দিয়ে বেড়াচ্ছে কেউ নাকি তাদের

সামনে তিষ্টিতে পারে না। এতই শক্তিধর তারা। সেই সুবাদে কিছু লেখা পাঠালাম যা ছিল আমার লেখা গ্রন্থ “তসলিমার কলামের জবাব” থেকে। “ভিন্ন সম্প্রদায়ের মনিষীদের দৃষ্টিতে ইসলাম” দু’একদিন পরেই দেখি দ্বিতীয় লেখাটি তারা সরিয়ে ফেলেছে। সেটি আমার ভালো লাগে নি। এরি মধ্যে কিন্তু আমার তৃতীয় লেখা “যারা প্রলাপ বকছেন” তারা ছাপে। এবার জবাব দিতে গিয়ে এক ভদ্রলোক কিছু উল্টাসিধা কথা বলে যেন তার দ্বায়িত্ব পালন করেন। ওতে কিছু মন খারাপই হল। দেখলাম অযথা কথার পিঠে অবান্তর কথা ওরা পাড়ে যার কোন ভিত্তি নেই। ঠিক করলাম আর লেখা দিব না। এর মাঝে কিছু তরুণের পক্ষ থেকে সাড়া পেলাম যে, আমি যেন কিছু লেখা দেই। তাই ভিন্ন মতের কুদ্দুস খানকে জানালাম, ভাই যদি জায়গা দিতে পারেন তবে কিছু লেখা দিতে পারি। উনি সাথে সাথে লেখা পাঠাতে বলেন, লেখা পাবার পর বললেন, উনার সাথে একটু যোগাযোগ করতে। শেষ কথা হলো উনাদের কোন লেখাকে টাচ করে লিখতে হবে।

আমার অনেক লেখাই আছে নাস্তিককে টাচ করেই লেখা আমার গোটা তসলিমার কলামের জবাবই তার প্রমাণ। যাক আমি বুঝলাম সম্ভবত ওরা ঝগড়া করতেই বেশী পছন্দ করছে। কারণ শর্তটি যেন তাই জবাব দিচ্ছে। কারো গায়ে ঢিল ছুড়তে হবে আমি ঐ ঢিল ছোড়ায় নেই। এবার মনে হলো লিখবোই না যখন ঠিক করেছি তখন জানিয়ে দেয়াও উত্তম। একটি লেখাতে এ কথাটির কিছু উল্লেখ করে একটি লেখা পাঠালাম “সৎ-আলাপ”। আজ সাঈদ কামরান মির্জা একটা লিখা দিয়েছেন এর উপর। আমার তো লেখার ইচ্ছাই নেই। তাদের এসব কথার জবাব আমার আগেই দেয়া হযেছে। এবং তা বই আকারেও বের হয়েছে। আমার দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম ছিল পূজারী দুয়ার খোলো, ওখানের দুটো চ্যাপ্টারই ছিল আহমদ শরীফ এবং হুমায়ুন আজাদ সাহেবকে নিয়ে।

নারী এমনই একটি প্রসঙ্গ এদের নির্যাতন করতে সবাই আনন্দ পায়। দেখেন না নাস্তিকেরাও কম কিসে? দেখা যায় সাঈদ কামরান মির্জা তার লেখায় দিব্যি বলে দেন মেয়েদের নাকি সাহস কম বলে সব সময়ই দেখা যায় যে বেশী ধর্মপরায়ন হয়। শুধু তসলিমা এর ব্যতিক্রম। বুঝতেই পারছেন ভুক্তভোগী হিসাবে হয়তো আসলে সত্য কথাটাই ফস করে বের হয়ে গেল, একদম ফাঁকতালে। তাদের হাড়ির খবর নিয়ে দেখুন না! দেখবেন নারীদের কি ত্রাহি দশা। সেটাও কিন্তু ঐ বললাম না কুরআন থেকেই আমি ইঙ্গিত পেয়েছি। নারী নামক বস্তুটা সবার জন্য তাবিজের পুটুলি তা যতই সাধুতা দেখানো হোক না কেন, দেখলেন তো? তবে একটি কথা উনি বলেছেন আমি নাকি আয়াতে ব্রেকেটের কেরামতির দ্বারা ইচ্ছা করলেই যথেচ্ছা রূপ দিতে পারি। বাহ! বাহ! বাহ! বাহ! নারীর কেরামতির গুণ কত দেখুন! সমস্ত সমাজ সভ্যতা তাদেরে অতীতে কখনো দাসী আর কখনো দেবী বানিয়ে রেখেছে এবার কেরামতির রাণী বানাচ্ছে। সেটাও তাহলে একটা তার বাড়তি ক্রেডিট বলতে হবে। আসলে ঐ ক্রেডিটটা এই নারীর না-- এটা একজন পুরুষের কাজ, এবং তিনি একজন তাফসিরকারকও। সব চেয়ে বড় কথা তিনি অনেক ভাষায় এই কঠিন কাজটি করেছেন যাকে আপনারা কেরামতি বলছেন। বলেছিলাম আর লিখবো না তবুও এটি আমাকে পাঠাতে হয় শুধুমাত্র কেরামতির জবাব হিসাবে---তাই নিচের প্যারাটিই শুধু ভিন্নমতে পাঠাই।

“অপবাদ খন্ডানোর প্রতিবাদ

“চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী”। যথেষ্ঠ সৎ-আলাপে সময় ক্ষেপন করেছি। আর নয়। আপনারা নিজেই নিজের স্বঘোষিত রাজা। অনেক সাহসের রাজারা নিজের ঢোল নিজেই পেটেন। তবে সাঈদ কামরান মির্জা যে মিথ্যার অপবাদ দিয়েছেন তা খন্ডানোর জন্যই লেখা। আমার লেখা ব্রেকেটের অংশটুকুন আমার নিজেরই কেরামতি দ্বারা অসংখ্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে কুরআনের

আয়াতগুলিকে নাকি আমি যথেচ্ছা রূপ দিতে পারি বলে তিনি এব্যাপারে কমেন্ট করেছেন। তার সে মন্তব্যের জবাবে এটি পাঠানো জরুরী মনে করেই পাঠাচ্ছি। আমার প্রতিটি উদ্ধৃতি অবশ্যই তাফসিরকারকের গ্রন্থ থেকে নেয়া, তার তাফসির গ্রন্থের নাম "সহজ সঠিক বাংলা কুরআন"। Translation and commentary on The Holy Quran by Dr. Zohurul Houque নামে বর্তমানে তার ইংরেজী সংস্করণ আমাজন ডট কমে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে সত্যের পক্ষে এরকম অনেকেই নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন আপনারা হয়তো তার খোঁজ রাখেন না। এই তফসিরকারকের তরজমা বেশ কটি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। ধন্যবাদ।"

ইসলাম শান্তির ধর্ম বলাতে উনারা একদম ফায়ার। কোন ধর্মটা অসত্য ও অশান্তির এবার প্রমাণ দিতে হবে। এবং একটা লিস্ট চেয়েছেন। হ্যাঁ, দিচ্ছি। আমার ধর্ম ইসলামই একমাত্র ধর্ম যে সবার সত্যটা স্বীকার করে। কুরআন বলে পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যেখানে আল্লাহর প্রতিনিধি না এসেছেন এবং তাদেরে কার্যত মানা মুসলমানদের ঈমানের একটি অঙ্গ। সে হিসাবে পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম অবশ্যই একটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলই। এটিকে অস্বীকার করার উপায় আর কারো থাকলেও অন্তত মুসলমানের নেই। তবে কথাটি হলো দশ হাজার বছরের পুরানা সিলেবাসে পরীক্ষা দিলে পাশ করার সম্ভাবনা মোটেও নেই, ওখানের রপ্ত করা কোন বিদ্যেই কাজ দিবে না কারণ পরবর্তী সংস্করন যে এসে গেছে। তাই সবচেয়ে আধুনিক যে সংস্করণ তাতেই পরীক্ষা দিতে হবে যদি পাশ করার ইচ্ছা থাকে। নয়তো বাতিলের খাতায় একটা অশ্বডিম্বই হবে পাওনা। এই যা ফারাক, আর কিছু না। এটা যদি না আসতো তবে অবশ্যই এর আগেরটা নিয়েই আমাদের কাল কাটাতে হতো।

বেশীরভাগ অপরিনামদর্শী কথা বলার জন্য তারা নির্বাচন করেছে বাইবেল, বেদ, তৌরাতের নানান উপকথা যা কার্যত বর্তমানে বাতিল ঘোষিত। বাতিল বলেই তার নবতর সংস্করনের প্রয়োজন পড়েছে। ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে স্রষ্টা বিশ্রাম নেন। এরা কুরআনকে ধরে নেয় বাইবেলের মতই একটি গ্রন্থ যেখানে উল্টাসিধা কথা অজস্র। অবশ্য উনাদের এত আনন্দের কোন কারণ দেখি না। সবাইকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেও কুরআনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া এত সম্ভব না। মরিচ বুকাইলির বইটি নিয়ে অনেকেই তেড়া কথা বলেন, বুঝে বলেন-না- না বুঝে বলেন, বুঝি না। ওটা তে ঐ লোক কি ইসলামের কাছে বিক্রিত কোন দাস ছিলেন? না কি কোন ঘোষ খেয়েছিলেন যে সব কিছুই অযৌক্তিক কথা বলে গেছেন। কার স্বার্থে তিনি একাজটি করলেন তিনি কি আল-কায়েদার না হামাসের না কোন ইসলামী সংস্থার কেনা। কোন কপটতা, কারসাজি ওতে জড়িত আছে কিনা খুঁজে দেখা জরুরী মনে হচ্ছে। বড় বড় বিজ্ঞান জানা আর বাংলা জানা, ইংরেজী জানা পন্ডিতেরাও দেখা যায় কিছুই বুঝতে চান না। ভাগ্যিস অনেক অমুসলিমরাও অনেক প্রমাণ পেয়েছিলেন, এরা মুসলমান ছিলেন না তবুও তাদের দৃষ্টি এবং যুক্তি সত্যকে স্পর্শ করতে পেরেছে যেখানে আমাদের অনেক মুসলমান ঘরে জন্ম নেয়া নাস্তিকেরাও এটি করতে পারছেন না। যে জন্মান্ধ তাকে পথ দেখানো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। দোয়া করতে হয় তার সঠিক চিকিৎসার জন্য, আর কোন চিকিৎসাই তার রোগ সারাতে পারবে না। কারণ যে জেগে ঘুমায় তার ঘুম ভাঙ্গানো খুব কষ্ট, যেখানে প্রচন্ড ঘুমিয়ে থাকা ব্যাক্তিকেও শক্ত একটি ধাক্কা দিয়েই অতি অল্পেই জাগিয়ে তোলা সম্ভব।

সুসংগ্রহ:

"বস্তুতঃ চোখ তো আদৌ অন্ধ নয়, কিন্তু অন্ধ হচ্ছে হৃদয় যা রয়েছে বুকের ভেতরে"। (সুরা হজ্বএর ৪৬ আয়াত)

nazmam@mail.com